মাস্টারমশাই

গ্রামের নাম সাকিনপুর। পূবদিকে বয়ে চলেছে কাঞ্চনকন্যা নদী। সফেন শীতল তার জলধারা। ভোরবেলা লাল সূর্যটা যখন আকাশে ওঠে তখন কাঞ্চনকন্যা সর্বাঙ্গে লালিম আভা মেখে অপরূপা রূপসীর রূপে নিজেকে সুশোভিত করে তোলে। পশ্চিমে বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে রয়েছে জলীর বিল। তাতে কত-না গাছপালা মায়া-মমতায় জড়াজড়ি করে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে, তা গুনে শেষ করা সম্ভব নয়। পাখিরা সারাদিন সেসব গাছে গাছে কলরব করে। বিলের জলে ভেজা উর্বর মাটিতে আপনা হতেই প্রচুর ঘাস, কাশখড়, গুল্ম-লতা জন্মায়। গ্রামের রাখালরা বারোমাস মাথায় ছাতা এবং হাতে লাঠি নিয়ে সেসব তৃণভূমিতে গবাদি পশুদের চড়াতে নিয়ে যায়। ওখানকার চাষীরাও বিলের শস্যশ্যামল জমিতে চাষ ও আবাদ করে। ধান, গম, মাসকলাই প্রভৃতি শস্যে কৃষকদের গোলা ভরে ওঠে। কৃষক ছাড়াও কামার, কুমোর, মুটে, জেলে, ছুতোর, তাঁতি সহ বিভিন্ন পেশাভিত্তিক সম্প্রদায়ের মানুষের বাস এখানে। নদীর উঁচু তটভূমির উপরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে গ্রামের একমাত্র উচ্চবিদ্যালয়। প্রবেশপথের পাশেই এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ। শত-সহস্র ঝুড়ি এখানে সেখানে ঝুলে আছে। পাড়াগ্রামের একরত্তিরা ঝুড়ি ধরে দোল খায়। সাকিনপুর মাঝদিয়ার উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহেশ্বর মণ্ডল। সাদা ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবি তাঁর নিত্যদিনের পরিধেয় বস্ত্র। দোহারা গড়নের পেটা। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। এলাকায় তাঁর ভীষণ নাম ডাক। গ্রামের মানুষ তাঁকে 'হেডস্যার' নামেই সম্বোধন করে। ভাস্কর দেবনাথ ওই বিদ্যালয়েই অষ্টম শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। বড়ই চঞ্চল মতি। তার বাবা কর্মসূত্রে গ্রামের বাইরে থাকেন। মাসের মধ্যে এক থেকে দুই বার বাড়ী ফেরার সুযোগ পান। একারণে ভাস্কর তার পিতার সান্নিধ্য তেমন পায় না। মা তাকে একা হাতে সামলে উঠতে পারেন না। সে বন্ধুদের সাথে মাঠে মাঠে খেলে বেড়ায়। গাছে গাছে উঠে দৌরাত্ম্য করে। একদিন দক্ষিণ পাড়ার বিশম্ভর মজুমদারের সাথে সাকিনপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের রাস্তায় দেখা হল। দু'জনেই পারস্পরিক সৌহার্দ্য বিনিময় করলেন। কথা প্রসঙ্গে বিশম্ভর বাবুর মুখে ভাস্করের নাম উঠে এল। তিনি ভাস্করের নামে একাধিক অভিযোগ আনলেন। ভাস্করের দৌরাত্ম্যে তার সাধের করবী গাছটা ভেঙে গেছে- সেটাও জানালেন। পরের দিন বিদ্যালয় চলাকালীন মহেশ্বর বাবু ভাস্করকে তাঁর অফিসরুমে ডেকে পাঠালেন। ভয়ার্ত, কাচুমাচু চোখে, খানিকটা দ্বিধাগ্রস্তভাবে সে হেডস্যারের সামনে এসে দাঁড়ায়। চেয়ার ছেড়ে মহেশ্বরবাবু ভাস্করের মাথায়, পিঠে আলতো হাতের ছোঁয়া দিয়ে বললেন, "বাবা ভাস্কর, তুমি বিদ্যালয়ে ভালোভাবে পড়াশোনা করো। গতবছর বার্ষিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করেছিলে। সেজন্য তোমার বাবা তোমাকে ছবি আঁকার রঙ-পেন্সিল, তুলি কিনে দিয়েছিলেন। তুমি ভালো আঁকো। সেটাও জানি। কিন্তু ইদানীং তোমার নামে অভিযোগ শুনে মনে বড়ই দুঃখ পেলাম। তুমি বিশম্ভর বাবুর করবী গাছে চড়েছিলে?" ভাস্কর মাথানত করে নরম সুরে বলে, "হ্যাঁ, স্যার। সুরেন আমাকে সেখানে ডেকে নিয়ে গেছিল।" হেডস্যার প্রশ্ন করলেন, "বাবা ভাস্কর তোমার বাবা-মা তোমাকে ভালোবাসেন না?" প্রত্যুত্তরে সে বলে, "হ্যাঁ, স্যার। তাঁরা আমাকে খুব ভালোবাসেন।" হেডস্যার ফের বলেন, "গাছ থেকে পড়ে গিয়ে তোমার যদি হাত-পা ভেঙে যায় বা শরীরের কোথাও কেটে ছিঁড়ে যায় তাহলে তাঁদের কেমন লাগবে?" ভাস্কর খানিকটা মাথা তুলে বলে, "তাঁদের খুব কষ্ট হবে স্যার।" এবার মহেশ্বর বাবু মৃদু হাসিমুখে বললেন, "আর তোমার?" সে বিনীতভাবে বলে, "আমার তো শরীরে ব্যথা লাগবে।" হেডস্যার বলে চলেন, "চমৎকার। চমৎকার বাবা ভাস্কর। তুমি তো সবই বোঝো। তোমার শরীরে ব্যথা লাগলে যেমন তোমার বাবা-মা কষ্ট পাবেন তেমনই ওই করবী গাছটা কেটে ভেঙে দিলে বিশম্ভর বাবু মনে মনে কষ্ট পাবেন। তাছাড়াও পাড়াগ্রামে দৌরাত্ম্য

করে বেড়ালে তোমার সুনাম বেশিদিন স্থায়ী হবে না। প্রতিবেশীরা তোমাকে সুনজরে দেখবেন না। তোমার নামে সবাই ছি! ছি! করবেন। তোমার বাবা-মা কে লোকজনের মুখে কটু কথা শুনতে হবে তোমারই জন্য। সুবোধ বালকেরা আর তোমার সাথে খেলাধুলা করবে না। এসব ঘটনা ঘটলে কি তোমার ভালো লাগবে বাবা?" হেডস্যারের কথা গুলো শুনতে শুনতে ভাস্করের দু' চোখের কোনায় কখন জল জমা হয়েছিল সে নিজেই জানতে পারেনি। হাতের চেটোয় চোখ দুটো মুছে নিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় সে বলে, "বড় ভুল হয়ে গেছে স্যার। এমন কাজ আর কখনও করব না যাতে বাবা-মা মনে দুঃখ-কষ্ট পান। এমন কাজ আর কখনও করব না যাতে পরের ক্ষয়-ক্ষতি হয়ে যায়। এমন কাজ আর কখনও করব না যাতে আমাকে বদনামের অধিকারী হতে হয়।" মহেশ্বরবাবু ছলছল চোখে 'সাধু', 'সাধু' বলতে বলতে তেরো বছরের কিশোর ছাত্রটিকে কোলে তুলে নিলেন।

এরপর বহু বছর কেটে গেছে। মহেশ্বরবাবুর অবসর গ্রহণেরও তিনটে দশক প্রায় অতিবাহিত হয়েছে। প্রধান শিক্ষকের চেয়ারটাই আজ বসেন ভাস্কর দেবনাথ। সুন্দরভাবেই পরিচালনা করেন বিদ্যালয়ের যাবতীয় কাজকর্ম। ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের শত শত অভিযোগ শুনতে ও তার প্রতিবিধান দিতেই অনেকটা সময় কেটে যায়। প্রধান শিক্ষকের চেয়ারে বসে কখনও কখনও মনের অবচেতনে আদর্শবাদী প্রধান শিক্ষক মহেশ্বরবাবুকে দেখতে পান ভাস্কর দেবনাথ। ছাত্র-ছাত্রীদের নানা সমস্যায় প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের টোটকাগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটান। তাতেই আসে সাফল্য। নয়া নয়া সমস্যা এলে একান্ত নিভৃতে করজোড়ে মহেশ্বর বাবুর নাম স্মরণ করেন। ক্ষণিকের মধ্যেই তাঁর মানসচোখে ভেসে ওঠে মহেশ্বর বাবুর অবয়ব। অতীতের শিক্ষক মহাশয় নিভৃতেই তাঁকে বাতলে দেন সমাধান সূত্র। দু'হাত জোড় করে বর্তমান প্রধান শিক্ষক ভাস্কর বাবু বলে ওঠেন, "আপনার শ্রীচরণে শতসহস্র কোটি প্রণাম মাস্টারমশাই।"

(সমাপ্ত)